প্রকাশ্যে নৌকার সীল মারতে নির্দেশ দিলেন মেয়রপ্রার্থী, ভিডিও ভাইরাল

মেয়রের ভোট প্রকাশ্যে মারতে নির্দেশ দিযেছেন কুষ্টিয়ার মিরপুর পৌরসভার আওয়ামী লীগ মনোনীত মেয়রপ্রার্থী এনামুল হক। তিনি একটি নির্বাচনী সভায় সমর্থক ও ভোটারদের উদ্দেশে বলেছেন, কাউন্সিলরের ভোট দুটি গোপন কক্ষে গিয়ে আর মেয়রের ভোটটি সবার সামনেই দিতে হবে।

এ-সংক্রান্ত একটি ভিডিও ক্লিপ ফাঁস হওয়ার পর তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন ওই পৌরসভার স্বতন্ত্র মেয়রপ্রার্থী আরিফুল ইসলাম।

ফাঁস হওয়া ভিডিও ক্লিপে আওয়ামী লীগের মেয়রপ্রার্থী এনামুল হককে নির্বাচনী সভায় ভোটারদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, ‘আপনি যদি ওপেন ভোট দেন, তাহলে তো কেউ নিষেধ করতে পারবে না। কারণ আপনাদের মধ্যে যাতে দূরত্ব না বাড়ে। ভোট আপনিও দিতে চেয়েছেন আরেকজনও দিতে চেয়েছে। এখন আরেকজন যদি ভিতরে ঢুকে ভোট দেয় তাহলে মনে সন্দেহ দেখা দেবে।

মনে হবে ও হয়তো নৌকায় ভোট দেয়নি। তাই আপনারা সব ওপেন করে দেন। তাহলে আর একে অপরের প্রতি সন্দেহ থাকবে না। আপনারা কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত মহিলা কাউন্সিলরের ভোট ভিতরে গিয়ে দেবেন আর এই ভোটটি (মেয়র) সরাসরি সামনে দেবেন।’

১ মিনিট ২২ সেকেন্ডের ওই ভিডিও ক্লিপে এনামুল হককে আরও বলতে শোনা যায়, ‘ভোট ভয়ের কোনো ব্যাপার না। আমি যদি ওপেন সিল মেরে দিই তাহলে কারো কিছু বলার নেই। সবাই নৌকায় সিল মেরে দেবেন প্রকাশ্যে, কোনো সমস্যা নাই। যেখানে সবাই একতরফা ভোট দেবে সেখানে কেন আপনি সন্দেহের মধ্যে থাকবেন। তাই কাউন্সিলরের দুটি গোপন কক্ষে আর মেয়রের ভোটটি প্রকাশ্যে দেবেন, কাউকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই।’

এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের মেয়রপ্রার্থী এনামুল হকের ব্যক্তিগত ফোনে কল করা হলে তিনি তা বারবার কেটে দেন। তাই তার বক্তব্য নেয়া

সম্ভব হয়নি।

নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ও মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) লিংকন বিশ্বাস ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, ‘মেয়রপ্রার্থী এনামুল হককে ডেকে এনে সতর্ক করা হয়েছে। তাকে এ ধরনের বক্তব্য দেয়া থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।’

কুষ্টিয়ায় মেয়ের মৃত্যুর পর বাবার মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে মেয়ের আত্মহত্যার খবর শুনে দুই ঘণ্টা পর হৃদযন্ত্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে তার বাবার মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

মঙ্গলবার দুপুরের দিকে মিরপুর পৌরসভার সুলতানপুর এলাকায় এ করুণ ঘটনা ঘটে।

আত্মহননকারীর নাম শান্তনা আক্তার (২২)। সে পৌরসভার সুলতানপুর এলাকার মোস্তফা মিয়ার কণ্যা।

মিরপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) শুভ্র প্রকাশ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, সকালে পারিবারিক বিষয় নিয়ে শান্তনা আক্তারের সঙ্গে তার মায়ের বাক-বিতণ্ডা হয়।

এতে মায়ের ওপর অভিমান করে বেলা ১২টার দিকে নিজ ঘরে গলায় দড়ি দেয় শান্তনা। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। মেয়ের এমন অপমৃত্যুর শোক সইতে না পেরে এর দুই ঘণ্টা পর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে একই হাসপাতালে তার বাবা মোস্তফারও মৃত্যু হয়।

তিনি আরও জানান, শান্তনার বিয়ে বিচ্ছেদ হয়েছিল। চার বছরের একমাত্র ছেলে নিয়ে সে বাবার বাড়িতে থাকতো।

কুষ্টিয়ায় নৌকার প্রার্থীর পক্ষে ভোট চাইলেন জেলা তাঁতীলীগ নেতৃবৃন্দ

কুষ্টিয়া পৌরসভা নির্বাচন উপলক্ষে সরকারের চলমান উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে নৌকার পক্ষে ভোট চাইলেন কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের নেতারা।

মঙ্গলবার দিনব্যাপী শহরের বিভিন্ন এলাকায় কুষ্টিয়া পৌরসভার বারবার নির্বাচিত পৌর মেয়র, বর্ষিয়ান আওয়ামী লীগ নেতা আনোয়ার আলীর পক্ষে নৌকা প্রতীকে ভোট চান।

এসময় লিফলেট বিতরনসহ ভোট প্রার্থনা করেন তাঁরা।

এসময় কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ মোমিনুল ইসলাম বকুল, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী মাস্টার, সদস্য হেলাল উদ্দিন, ডাঃ বাচ্চু সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কিশোরীর বয়স বেশি দেখানোর অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

রাজধানীর কলাবাগানে মাস্টারমাইন্ড স্কুলের ‘ও’ লেভেলের ছাত্রী আনুশকা নুর আমিনকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় নিহত স্কুলছাত্রীর বয়স পুলিশ বেশি দেখাতে চেয়েছিল বলে অভিযোগ করেছেন তার মা। গতকাল শনিবার (৯ জানুয়ারি) কুষ্টিয়ায় পারিবারিক কবরস্থানে মেয়েটিকে দাফনের পর মেয়েটির মা সাংবাদিকদের কাছে এই অভিযোগ করেন।

মেয়েটিকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছে অভিযোগ করে তার বিচারের দাবিতে সেখানে মানববন্ধনও করেন স্থানীয়রা। ঢাকার একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে ও লেভেলে পড়ুয়া মেয়েটির পরিবার ইতোমধ্যে কলাবাগান থানায় মামলা করেছে।

মেয়েটির মা জানান, গত বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টায় তার মেয়ে কোচিং থেকে অ্যাসাইনমেন্ট পেপার আনার জন্য বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। দুপুর দেড়টার দিকে দিহান তাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন যে তার মেয়ে অসুস্থ অবস্থায় আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালে রয়েছে।

তিনি বলেন, আমি সেখানে গিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে জানতে পারি, মেয়েকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে।

মেয়েটির মা বলেন, হাসপাতালে নেওয়ার পর দিহান তার মেয়ের বয়স ‘১৯ বছর’ উল্লেখ করেছিল। পুলিশ সেটাই ধরেছিল।

মেয়েটির মা বলেন, এ সময় সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ করা বয়স নিয়ে আমরা আপত্তি তুললে পুলিশ ক্ষুব্ধ হয়ে ময়নাতদন্ত ছাড়াই মর্গে লাশ ফেলে রাখে। মেয়ের বয়সের প্রমাণপত্র দেখালেও পুলিশ তা আমল নিচ্ছিল না বলে অভিযোগ করেন তিনি।

তিনি বলেন, পরদিন শুক্রবার বয়স প্রমাণের জন্য লাশ নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা করা চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় পুলিশ। আমি আমার পরিচিতি বিভিন্ন শুভাকাক্সক্ষীর সাহায্যে হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগে যোগাযোগ করে অনুরোধ জানাই। এরপর বিকেল সাড়ে ৫টায় ময়নাতদন্ত শেষ করে আমাদের কাছে লাশ হস্তান্তর করে।

তিনি জানান, তার মেয়ের জন্মের পর ইস্যুকৃত টিকা কার্ড, স্কুল কার্ড এবং সর্বশেষ পাসপোর্টে তার মেয়ের জন্ম তারিখ ২০০৩ সালের ৯ অক্টোবর লেখা আছে। সে হিসেবে মৃত্যুর সময় বয়স হয় ১৭ বছর ৩ মাস। তিনি প্রশ্ন তোলেন, পুলিশ সুরতহাল রিপোর্টে ১৯ বছর বয়স কোথায় পেলেন?

মেয়েটির চাচা শহিদুল ইসলাম বলেন, স্কুল সার্টিফিকেট এবং পাসপোর্টে সুনির্দিষ্ট বয়স উল্লেখ থাকলেও পুলিশ মৃতদেহের সুরতহাল রিপোর্টে মেয়েটির বয়স দুই বছর বেশি দেখানোসহ নানা গড়িমসি করে ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর ময়নাতদন্ত করেছে।

এদিকে মেয়েটিকে হাসপাতালে নেওয়ার পর দিহানের সঙ্গে থাকা তিন

বন্ধুকে পুলিশ আটকের পর সম্পৃক্ততা পাওয়া না পাওয়ায় শুক্রবার রাতে তাদের ছেড়ে দিয়েছে।

এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে মেয়েটির বাবা কুষ্টিয়ায় সাংবাদিকদের বলেন, প্রথমে আমি দিহানসহ আরো তিনজনের নামোল্লেখসহ এজাহার দিলে পুলিশ তাদের আটক করে। কিন্তু ঘন্টাখানেক পর কলাবাগান থানা-পুলিশ আমার দেওয়া এজাহার পরিবর্তন করে শুধু দিহানকে আসামি করে মামলা রেকর্ড করে।

তিনি বলেন, সে সময় পুলিশ আমাকে বলে, যেহেতু দিহানের বাসা থেকে ঘটনাটি ঘটেছে, সেই কারণে শুধু দিহানকে আসামি করে মামলা করলে ঠিক বিচার হবে। কিন্তু চিকিৎসকদের সাথে কথা বলে যতটুকু জানতে পেরেছি, মেয়ের ওপর যে নৃশংস ঘটনা ঘটেছে, তাতে এই ঘটনার সাথে কোনোভাবেই একজন জড়িত নয় বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

দিহানকে ‘ঠিকভাবে’ জিজ্ঞাসাবাদ করলেই জড়িত অন্যদের তথ্য বেরিয়ে আসবে বলে বলে মনে করেন তিনি।

মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, গত ৭ জানুয়ারি সকাল আনুমানিক সাড়ে ৮টার দিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা মা কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হয়ে যান। এর এক ঘন্টা পরে তার বাবাও ব্যবসায়িক কাজে বাসা থেকে বের হন। দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ওই শিক্ষার্থী তার মাকে ফোন করে কোচিং থেকে পড়ালেখার পেপার্স আনার কথা বলে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন।

মামলার একমাত্র আসামি ‘ও’ লেভেল পড়ুয়া শিক্ষার্থী দুপুর আনুমানিক ১টা ১৮ মিনিটে ফোন করে ওই শিক্ষার্থীর মাকে জানান, মেয়েটি তার বাসায় গিয়েছিলেন। হঠাৎ অচেতন হয়ে পড়ায় তাকে আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়েছে।

অফিস থেকে বের হয়ে আনুমানিক দুপুর ১টা ৫২ মিনিটে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর মা হাসপাতালে পৌঁছেন। হাসপাতালের কর্মচারীদের মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন, আসামি তার কলাবাগান ডলফিন গলির বাসায় ডেকে নিয়ে মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে অচেতন হয়ে পড়লে বিষয়টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার জন্য আসামি নিজেই তাকে আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালে নিয়ে যান।

ওই দিন গভীর রাতে স্কুলছাত্রীর বাবা বাদী হয়ে কলাবাগান থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করেন। মামলায় স্কুলছাত্রীকে

ধর্ষণের পর হত্যার অভিযোগ আনা হয় ফারদিনের বিরুদ্ধে। কলাবাগান থানায় জিজ্ঞাসাবাদে ফারদিন একাই মেয়েটিকে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেন। পরে গতকাল তিনি আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

কুষ্টিয়ায় আকিজ বিড়ি কারখানায় শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধসহ আহত

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে আকিজ বিড়ি কারখানায় শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে। এ সময় এক শ্রমিক গুলিবিদ্ধসহ আহত হয়েছেন অন্তত ৫ জন।

শনিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার হোসেনাবাদে কারখানার প্রধান ফটকের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে কারখানায় প্রবেশের সময় পার হওয়ার পর অনেক শ্রমিক ঢোকার চেষ্টা করেন। এ সময় কারখানার নিরাপত্তা কর্মীরা বাধা দিলে উভয়পক্ষে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়।

একপর্যায়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে কারখানার ম্যানেজার আমিনুল ইসলাম থানায় খবর দেন। পরে পুলিশ এসে শ্রমিকদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে তারা ইট পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ প্রথমে শ্রমিকদের লাঠিপেটা করে। পরে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এ ঘটনায় এক শ্রমিক গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ৫ জন আহত হয়েছেন।

গুলিবিদ্ধ শ্রমিকের নাম শিপুল ইসলাম। তিনিসহ আহত ৫ শ্রমিক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন আছেন।

এ রিপোর্ট লেখার সময় দুপুর দেড়টা পর্যন্ত কারখানার সব শ্রমিক কাজ বন্ধ করে হোসেনাবাদ বাজারে কুষ্টিয়া-প্রাগপুর সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন। তাদের সঙ্গে উপজেলার ফিলিপনগর কারখানার

শ্রমিকরাও যোগ দিয়েছেন।

শ্রমিকদের অভিযোগ, কারখানা ম্যানেজার আমিনুল ইসলামের নির্দেশে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর গুলি চালিয়েছে। তারা অবিলম্বে ম্যানেজারের অপসারণ দাবি করেন।

এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে ম্যানেজার আমিনুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

দৌলতপুর থানার ওসি (তদন্ত) শাহাদত হোসেন যুগান্তরকে জানান, পুলিশ আত্মরক্ষার্থে ৩ রাউন্ড ফাঁকা গুলি করেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সড়ক অবরোধকারী শ্রমিকদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ৮ম শ্রেণির এক হিন্দু ছাত্রীকে অপহরণ!

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে দিপ্তী রাণী মন্ডল (১৪) নামে ৮ম শ্রেণির এক হিন্দু ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে কুমারখালী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ৮ম শ্রেণির ওই ছাত্রীর পিতা নিতাই চন্দ্র মন্ডল।

অভিযোগের প্রেক্ষিতে জানা গেছে, কুষ্টিয়ার কুমারখালীর বাসিন্দা নিতাই চন্দ্র মন্ডল’র মেয়ে দিপ্তী রাণী মন্ডল (১৪) কুমারখালী থানাধীন দক্ষিণ মনোহরপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেণির ছাত্রী।

কুমারখালীর দক্ষিণ মনোহরপুর (বাগুলাট ইউনিয়ন) এর মোঃ লালন মন্ডলের ছেলে মোঃ রাফি হোসেন (১৮) বিভিন্ন সময় দিপ্তীকে চলা ফেরার পথে উত্যক্ত করতো এবং কুপ্রস্তাব দিত।

দিপ্তী বিষয়টি তার পিতা নিতাই মন্ডলকে অবহিত করে। নিতাই মন্ডল

উত্যক্তকারী মোঃ রাফি হোসেন’র পিতা মোঃ লালন মন্ডল এবং চাচা মোঃ কলম মন্ডলকে বিষয়টি অবগত করেন।

১১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ বিকেলে দিপ্তী রাণী মন্ডল প্রয়োজনে বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় গেলে মোঃ রাফি হোসেন সুকৌশলে দিপ্তীকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে কুমারখালী থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে ৮ম শ্রেণির ওই ছাত্রীর পিতা নিতাই চন্দ্র মন্ডল।

সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের উদ্যোগে ধানের শীষের প্রচারণা

বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদ কুষ্টিয়া জেলা শাখার উদ্যোগে কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র হিসেবে বিএনপির সমর্থিত ধানের শীষের প্রার্থী বশিরুল আলম চাঁদের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে।

বৃহস্পতিবার দিনভর সংগঠনের সদস্য সচিব এ্যাড শামীম উল হাসান অপুর নেতৃত্বে কুষ্টিয়া কোর্ট এলাকায় এসব প্রচারণা চালানো হয়।

এসময় নির্বাচনী প্রচারণায় উপস্থিত ছিলেন এ্যাড. ইকবাল হোসেন, এ্যাড. নুরুল ইসলাম, এ্যাড. ইকবাল খান, এ্যাড.আশরাফুল রেজা শিমুল, এ্যাড. আবুল হাসিম বাদশা, এ্যাড. হাফিজুর রহমান হিরা, এ্যাড. খাইরুল ইসলাম, শিক্ষানবিশ এ্যাড. মোঃ বকুল আলী, ইসতিয়াক মাহাম্মুদ শিবলু, মোঃ মুজিবুল ইসলাম, জেলা যুবদলের আইন বিষায়ক সম্পাদক আশরাফুল হোসেন নয়ন, সাবেক ছাত্রনেতা মমিনুল ইসলাম মমিন, স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা শরিফুল ইসলাম, আব্দুল্লাহ আল নোমান প্রমুখ।

র্যাব সেবা সপ্তাহ: কুষ্টিয়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ করছে র্যাব-১২।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় দেড় শতাধীক শীতার্তদের মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

অনুৃষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্তদের হাতে এসব শীতবস্ত্র (কম্বল) তুলে দেন র্যাব-১২ কুষ্টিয়া সিপিসি-১, ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার এ এস পি মিরাজ।

এসময় র্যাবের অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কম্বল বিতরণ শেষে র্যাব-১২ ভারপ্রাপ্ত কোম্পানী কমান্ডার এ এস পি মিরাজ জানান, মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে হতদরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও অসহায় দেড় শতাধীক মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ কর্মসূচির আওতায় আজ শেষ দিনে শীতবস্ত্র বিতরণের পাশাপাাশি ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুমারখালিতে গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ কাজের উদ্বোধন

“মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার” কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নে এ কাজের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন।

ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মান কাজের উদ্বোধন শেষে জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেন বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুজিববর্ষে দেশের সব ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের ঘর দেয়ার যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক কাজ চলছে।

উপজেলার আশ্রায়ন-২ প্রকল্পের আওতায় গৃহহীনদের জন্য দূর্যোগ সহনীয় বাসযোগ্য গৃহ নির্মান প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ৬ টি ইউনিয়নে ৫৭টি বাসগৃহের মধ্যে কয়া ইউনিয়নের কয়া আবাসনে ৫ টি গৃহনির্মান কাজের উদ্বোধন করা হলো। ১ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা প্রতিটা ঘরের জন্য মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৯৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা।

কুমারখালি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাজিবুল ইসলাম খান, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এমএ মুহাইমিন আল জিহানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

খেজুরের রস থেকে গুড় তৈরিতে ব্যস্ত কুষ্টিয়ায় গাছিরা

কুষ্টিয়ার বিভিন্ন উপজেলায় খেজুর রস সংগ্রহ ও রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরীতে ব্যস্ত সময় পার করছেন গাছিরা। শীতের শুরু থেকেই বাড়ছে রসের চাহিদা। পাশাপাশি রস জ্বালিয়ে তৈরী করা গুড়ের চাহিদাও অনেক।

শীত মৌসুমে আবহমান গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য গ্রামাঞ্চলের ঘরে ঘরে খেজুর রস দিয়ে তৈরি হয় হরেক রকমের পিঠা ও পায়েস।পাশাপাশি ভেজুরের গুড় দিয়ে তৈরী হয় নানান পিঠাপুলি।তাই বাণিজ্যিকভাবেও খেজুরের রস সংগ্রহ ও গুড় তৈরীতে ব্যস্ত সময় পার করতে হচ্ছে গাছিদের।

জেলার বাইরের গাছিরাও এসে কুষ্টিয়ায় রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করছে। সুস্বাদু এই খেজুরের রস আগুনে জ্বালিয়ে তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন রকমের পাটালি ও লালি গুড়। ফলে এসব গাছিদের এখন দম ফেলার ফুরসত নেই। খেজুর ও রস বিক্রি করেও আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এখানকার গাছিরা।

আবহমান গ্রাম বাংলায় শীতের সকালে সূর্য মিটমিট করে আলো ছড়ানোর আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ি রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরীর দৃশ্য দেখতে। খেজুরের রস আহরণ শেষে হাঁড়িতে সংগৃহীত রস নিয়ে বড় চুলার কাছে ছুটে আসেন গাছীরা।এরপর টিনের বড় পাত্রে রস ঢেলে জ্বাল দিয়ে শুরু হয় গুড় তৈরির প্রক্রিয়া। আস্তে আস্তে এসব রস শুকিয়ে আড়াই থেকে তিন ঘন্টার ব্যাবধানে জ্বালানোর ফলে তৈরী হয় লাল গুড়।

গাছিরা জানায়, প্রতিদিন বিকাল থেকে সন্ধ্যার মধ্যেই খেজুর গাছের সাদা অংশ পরিষ্কার করে ছোট-বড় মাটির কলস বেঁধে রাখা হয় রসের জন্য। এরপর ভোর থেকেই ওইসব গাছ থেকে রস সংগ্রহ করা হয়। সকালের দিকে কেউবা রত কিনে নিয়ে যায়। আবার এই রস দিয়ে পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করে বিক্রি করে থাকেন তারা।

তবে ভেজালের ভীড়ে আসল খেজুরের গুড় পাওয়ায় যেন দায় হয়ে পড়েছে। এতোকিছুর ভীড়ের খাঁটি গুড়ের সন্ধ্যান মেলে কেবল সেসব গাছীদের কাছ থেকে খেজুর গুড় সংগ্রহ করার ফলে।

জানা গেছে- কুষ্টিয়ার সদর, দৌলতপুর এবং মিরপুর উপজেলার গ্রামগুলোতে খেজুর গাছের সংখ্য বেশি। এসব খেজুর গাছ থেকে রস আহরণ ও গুড় তৈরি করে লাভবান হচ্ছেন গাছিরা। আবার বাড়তি লাভের আশায় এসব এলাকায় আসছেন অন্য জেলার গাছিরাও। খেজুর গুড় তৈরির পেশায় এখন বাড়তি আয়ে খুশি তারা।

কুষ্টিয়া শহর বাইপাস সড়কের ধারে প্রায় দুইশ খেজুর গাছ লিজ নিয়েছেন। স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২৫ হাজার টাকায় শীতের ৪ মাসের জন্য খেজুর গাছগুলো লিজ নেওয়া হয়েছে। এসব গাছ থেকে ৪ জন মিলে প্রতিদিন রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরি করেন। এছাড়াও খেজুরের রসও বিক্রি করা হয়।তিনি আরও বলেন, ‘প্রায় বিশ বছর ধরে এভাবে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করি। এরপর এসব রস দিয়ে পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করি।’

রাজশাহীর বাঘা থেকে থেকে আসা দুলাল জানান, এবছর কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার পোড়াদহ এলাকায় আড়াইশ গাছ লিজ নিয়ে খেজুর গাছ থেকে রস সংগ্রহ করে গুড় তৈরী করে থাকে। তবে তার উৎপাদিত এই গুড় বিক্রিতে কোন ঝামেলা নেই।সকালের দিকে ক্রেতারা এসে নগদ টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে যায়।তবে তিনি অভিযৈাগ করে বলেন, এলাকার কিছু খারাপ মানুষ থাকে তারা রাতের আধারে রস খেয়ে আবার হাড়ি ভেঙ্গে ফেলে রাখে। এতে করে আমাদের বছরে এক থেকে দেড়শ হাড়ি আবার নতুন করে কিনতে হয়।

নাটোরর সিংড়া থেকে আসা আলাউদ্দিন নামে আরেক গাছি জানান, শীত মৌসুমের শুরু থেকেই খেজুর গাছের রস সংগ্রহ করা হয়। শীতের প্রায় চার মাস রস সংগ্রহ করা যায়। এই রস থেকে বিভিন্ন রকমের পাটালি ও লালি গুড় তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে আমরা সংসার চালাই। তিনি আরও বলেন, ‘শীতের পিঠা ও পায়েসের জন্য খেজুরের রস ও গুড়ের বাড়তি চাহিদা রয়েছে।

স্থানীয় খেজুর রস ক্রেতা শিমুল জানান, ‘শীতের সকালে গাছ থেকে নামানো কাঁচা রসের স্বাদ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এছাড়াও জ্বাল দেওয়া রসের তৈরি বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার অতুলনীয়।’ এখান থেকে রস কিনে বোতলে করে বাড়ীর জন্য নিয়ে যাচ্ছি বলেও জানান তিনি।

শারমিন আক্তার শিলা নামে এক গুড় ক্রেতা জানান, খাটি গুড় পাওয়ার আশায় এখানে আসলাম।রস জ্বালিয়ে গুড় তৈরী করে কিনে নিলাম। আসলে বর্তমানে ভেজালের কারনে খাঁটি জিনিসের প্রাপ্যতা একটু মুশকিল হয়ে গেছে। তাই এখানে এসে গুড় কিনতে পেরে ভালো লাগছে।

সাংবাদিকতার পাশপাশি অনলাইনের মাধ্যমে খাঁটি খেজুরের গুড় বিক্রি করেন এসএম জামাল। তিনি বলেন, খাঁটি জিনিসের আলাদা স্বাদ এবং বৈচিত্র্য আছে। আর শীতের সময় পিঠাপুলির অন্যতম উৎস খেজুরগুড় যদি খাঁটি হয় তাহলে তো আর কথায় নেই। তিনি বলেণ, কুষ্টিয়া শহরে আমার বেশ পরিচিতি।নকলের ভীড়ে আসল জিনিসই যখন অধরা থাকে। ঠিক সেসময় সংবাদের সুত্র ধরেই এই খাঁটি জিনিস প্রাপ্তির খোঁজে আমি ছুটে বেড়াই।শহরের মানুষের মধ্যে খাঁটি জিনিস পাওয়ার আকাঙ্খা অনেক। আমি সেগুলো মাত্র সংগ্রহ করে দিয়ে থাকি।সিজিনাল ফল থেকে শুরু করে এসব খাঁটি জিনিস সংগ্রহ করে মানুষের দ্বারপ্রাপন্তে পৌঁছে দিতে আমি নিরলসভাবে কাজ করি। তবে এজন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। কুষ্টিয়া শহরের হোম ডেলিভারী ছাড়াও ঢাকা ও চিটিগাং এই খেজুরের ঝোলাগুড় (লিকুইড) এবং পাঠালী গুড় পাঠানো হয়ে থাকে।

স্থানীয় এক স্কুল শিক্ষক আলী হায়দার আলী জানান, খেজুরের বহুল ব্যবহার নিয়ে বর্ণনার শেষ নেই। রস দিয়ে নানা রকম পিঠা, পায়েস, গুড়, কুটির শিল্প, আয় ও কর্মসংস্থান হয়। সার্বিক বিবেচনায় খেজুর সমধিক গুরুত্ববহ একটি প্রজাতি।

কুষ্টিয়ার পরিবেশবীদ গৌতম কুমার বলেন, খেজুর পরিবেশবান্ধব, স্থানসাশ্রয়ী একটি বৃক্ষ প্রজাতি। এ প্রজাতি দুর্যোগ প্রতিরোধী বিরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশেও টিকে থাকতে পারে। খেজুর রস ও গুড়

বিক্রি করে খামারির আর্থিক লাভ ও স্বাবলম্বী হওয়ার দৃষ্টান্ত বেশ সুপ্রাচীন। গ্রামীণ অর্থনীতি এবং মৌসুমি কর্মসংস্থানে খেজুর গাছের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে শীতকালে বাংলাদেশের সর্বত্রই খেজুর রস, খেজুর গুড় দারিদ্র্য বিমোচনসহ বাঙালি সাংস্কৃতিতে রসঘন আমেজ লক্ষ করা যায়।বাংলাদেশের মাটি ও কোমল প্রকৃতি খেজুর গাছ বেড়ে ওঠার জন্য বেশ উপযোগী। রাস্তা, বাঁধ, পুকুর পাড়, খেতের আইল এবং আবাদি জমিতে এ বৃক্ষ বেশ ভালো জন্মে।